সংবাদ

তারিখ ..1 0 JAN 2008 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৪৬ ফোল্ডার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষিত

বানারীপাড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডিতে বিএনপি-জামায়াত নেতারা এখনও বহালতবিয়তে

প্রতিনিধি, বানারীপাড়া

বানারীপাড়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডিতে বিএনপি-জামায়াতের বিতর্কিত শীর্ষ নেতারা এখনও বহালতবিয়তে রয়েছেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি থেকে রাজনৈতিক লোকজন বাদ দেয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরেও বানারীপাড়ায় 'এর কোন প্রতিফলন না পড়ায় প্রশাসনের' ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সদরে অবস্থিত বানারীপাড়া কলেজ, হাইস্কুল, গার্লস স্কুলসহ উপজেলার বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি শিক্ষা কমিটিতে বিএনপি-জামায়াতের বিতর্কিত নেতারা এখনও গভর্নিং বডির গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে আসীন রয়েছেন। বানারীপাড়া কলেজে সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন থানা যুবদল সভাপতি সরোয়ার হাওলাদার (যিনি এলাকায় অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে খ্যাত)। বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন (পাইলট) বিদ্যালয়ে সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন সরোয়ার হাওলাদার এবং সদস্য পদে থানা শ্রমিকদল সভাপতি বাবুল ডাকুয়া (দুজনের কেউই এসএসসি পাসও করেনি)। বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যুবদল নেতা খোকন রাঢ়ি এবং বাইশারী গার্লস স্কুলে মিজান রাঢ়ি। এছাড়া বেতাল ফাজিল মাদ্রাসায় জামায়াত নেতা আবুল কালাম আজাদ রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। এমনকি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতে রয়েছেন আ. হাকিম নামে এক ব্যবসায়ী এবং বিএনপি নেতা। যার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

অশিক্ষিত, অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ এসব লোকজন গুরুত্বপূর্ণ সব পদে থাকায় এসব প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয়েছে নানারকম সঙ্কট। এতে করে ব্যাহত হচ্ছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম। ফলে শিক্ষামানে দারুণ ধস নেমেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে কীভাবে এসব লোকজন গভর্নিং বডিতে রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের নীরব সমর্থন রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. শাহরিয়াজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।